১ম অধ্যায়

।। নৃত্যের উদ্ভব ।।

প্রত্যেক মানুষই নৃত্যশীল, আমরা, মানুষরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ভঙ্গিমা, দেহসঞ্চালন, মুখভঙ্গির ব্যবহার করি আমাদের ক্ষুধা, ঘৃণা, রাগ, আনন্দ, ভয় দুঃখ এসব বোঝাতে এবং এগুলো ব্যবহার করি কথা বলার বহু আগে থেকেই এবং এই সমস্ত ভঙ্গিমা বুঝতে মানব সমাজ ভাষা তৈরীর বহু আগে থেকেই, ভাষার অর্থ উপলব্ধির বহু আগেই। আর আমরা সারাজীবন ধরেই এই সমস্ত কিছুর ব্যবহার করে চলি প্রতিনিয়ত।

এই ছন্দ বা নৃত্য স্বাভাবিক ভাবেই আসে। শুধু যে মানুষের ক্ষেত্রে তাই নয় পশুপাখী, গাছ, পাতর সবার ক্ষেত্রেই ছন্দ স্বাভাবিক। ছন্দ হচ্ছে প্রকৃতি ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সারা প্রকৃতি জুড়েই এই ছন্দের উপস্থিতি। পাতার শাখার কখন চন্দ্র সূর্যের উদয় অস্ত, ঋতুচক্র পরিবর্তন, পুষ্প বিকশিত হওয়া, হৃৎস্পন্দনে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে, জন্ম - মৃত্যু সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা ছন্দ আছে। সৃষ্টিতে জীবনের সঙ্গে ছন্দ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই ছন্দ ও দেহ ভঙ্গিমা যখন মিলতে পারে তখনই তা হয় নৃত্য। এই জীবনছন্দ শুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে মানুষ যখন দ্বিপদ হলো তখন তার সমস্যা হলো দেহের ভার। শৈশব অবস্থা থেকে যখন মানুষ দাঁড়াতে এবং তারপর ক্রমে ক্রমে চলতে শেখে

তখন থেকেই তার মস্তিষ্ক ও বুদ্ধির ক্রিয়া বাড়তে থাকে। এই চলাও একটি ছন্দের মাধ্যমে হয়। এই ছন্দ হৃদয় স্পন্দন যুক্ত দেহের ভার সমান্বয়ে সুষম ছন্দ নিয়ে এল নৃত্যছন্দ। নৃত্যের জন্ম রহস্য খুঁজে বের করতে গিয়ে নানারকম মত পাওয়া যায়।

যেমন —

ক) আদিম সমাজে ব্যক্তি এবং সমাজকে দৈব দুর্বিপাক থেকে রক্ষার উপায় হিসাবে ঐন্দ্রজালিক জাদুক্রিয়ার অর্থ হিসাবে নৃত্যের উদ্ভাবন - হয়েছিল। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে এটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

খ) কারোর মতে ভাষাহীন আদিম মানুষ হাত পা নেড়ে যে অঙ্গভঙ্গী করতো তাই ধীরবিবর্তন পথে নৃত্যের রূপ নেয়। অর্থাৎ আদিম যুগে মানুষের যখন ভাষা ছিল না তখন নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে তারা ভাব প্রকাশ করতো।

গ) কেউ কেউ মনে করে যে আদিম মানুষের যে শ্রমের ব্যবহার তার সঙ্গে যে অঙ্গবিক্ষেপ যুক্ত ছিল তাই ক্রমে নৃত্যে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় শ্রমের লাঘবের জন্য ও নৃত্য ব্যবহৃত হ'তো।

ঘ) যে শস্য মানুষের জীবন ধারনের অবলম্বন তার সুফলন এবং সুফল প্রাপ্তি এই দুই প্রসঙ্গেই নৃত্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন বিষয়ক কামনা বা আকাঙ্খা নৃত্যের জনম দিয়েছে।

ঙ) যৌণাকর্ষন নৃত্যের উদ্ভবের আর একটি কারণ বলে অনেকে মনে করেন। নৃত্যে নরনারীর অঙ্গভঙ্গির কলাকৌশল এবং পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পরিবেশে যৌনবোধকে তীব্র করে এই আদিম ধারনা থেকেও নৃত্যের চর্চা অসম্ভব ছিল না।

অর্থাৎ নৃত্যের উৎসমুখের সন্ধান করতে গেলে নৃতত্ত্বগত পুরাতত্ত্বগত এবং সমাজ বিজ্ঞান গত বিভিন্ন তথ্যের প্রতি মনোনিবেশ করতেই হয়।

প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ ও দেওয়া নেওয়ার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন গড়ে উঠেছে। মানুষ তার প্রাথমিক শক্তি অর্জন করেছে প্রকৃতির কাছ থেকে আবার সেই অর্জিত ক্ষমতাই সে প্রকৃতি জয়ের জন্য প্রয়োগ করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই যুদ্ধের বন্ধনের মধ্যেই মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আদিম মানুষের সংস্কৃতি ও নৃত্যকলার মূল্যায়ণ করতে গেলে প্রথমেই সেই যুগের মানুষের চেতনা জীবনযাত্রার উপকরণ ও সামাজিক রূপকে জানা ও বোঝা দরকার। তখন তার কাছে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সঙ্গে সুকুমার কলার (নৃত্য) কোনও তফাৎ ছিল না।

আদিম মানুষের সমাজ জীবন, যা ছিল গোষ্ঠী জীবন, সেখানে জীবিকার যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই তার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কয়েকটি পর্যায়ে এগুলি ভাগ করা যায়।

শিকার যুগ, পশুপালন যুগ, কৃষি যুগ, শিল্পযুগ, অভিজ্ঞতা ও আবেগকে ব্যক্ত করার প্রবৃত্তি থেকেই নৃত্য গীত এসেছে প্রাথমিক ভাবে। নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন যে চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি অন্য শিল্পের জন্য বাসভূমি এবং যে আয়োজন দরকার হয় নৃত্যগীতে তার প্রয়োজন হয় না তাই নৃত্যগীতই পূর্ববর্তী শিল্প। আদিম মানুষের জীবনচর্চাকে কেন্দ্র করেই শিল্প সংস্কৃতির গুণমান গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। এর প্রমাণ হিসাবে প্রাচীন গুহাচিত্রের বিষয় হিসাবে সামাজিক ও দৈনন্দিন কাজ-কর্মের বর্ণনার সাথে সাথে আদিম মানুষের নাচের চিত্রও যথেষ্ট পরিমানে দেখা যায়। ভারতবর্ষেও এরকম প্রচুর গুহাচিত্রের নিদর্শন আছে - ভীমবেটকা, পাঁচমারী, চম্বল প্রভৃতি স্থানে। আছে ফ্রান্সে, ইংল্যান্ডেও।

সেই সময় মানুষের আত্মপ্রকাশের সামগ্রিক রূপই ছিল নৃত্য । নৃত্য ছিল তাদের জীবনযাত্রা ও জীবিকার সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে । আদিম নৃত্য রচিত হয়েছে জীবিকা প্রচেষ্টার সহায়ক হিসাবে এর ফলে তাদের জীবিকা সমৃদ্ধ হয়েছে । জীবিকার জন্য বিভিন্ন উপাদানের সৃষ্টি ও মানস সৃষ্টি একই সাথে পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক হিসাবে প্রেরণা দিয়েছে । তখন এই আত্মপ্রকাশের সামগ্রিক রূপ হিসাবে নৃত্য ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও বলিষ্ঠ ।

ডব্লিউ. ডি. হামব্লি আদিম যুগে কি কি ধরণের নৃত্যানুষ্ঠান ছিল তার একটি তালিকা দিয়েছেন ।

নৃত্য

সামাজিক

১) জন্ম সম্বন্ধীয়
২) সংস্কার সম্বন্ধীয় (স্ত্রী-পুরুষ)
৩) বিবাহ সম্বন্ধীয়
৪) বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানমূলক
৫) যুদ্ধ সম্বন্ধীয়

ভৌতিক ও ধর্মমূলক

১) পূজা সম্বন্ধীয় - চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, সর্প, বৃক্ষ, পিতৃপুরুষ, ভূতপ্রেত ।
২) খাদ্য সম্বন্ধীয় - পশুশিকার, বৃষ্টি, আমন্ত্রণ, ফসল উৎপাদন প্রভৃতি ।
৩) রোগ সম্বন্ধীয় ।
৪) মৃত্যু ও মৃতদেহ সম্বন্ধীয় নৃত্য ।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আদিম মানুষের নৃত্যগীত ও জীবনযাত্রা প্রণালীর বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায় । একই ধাঁচের বিশ্বাস, প্রথা, সংস্কার ও রীতিনীতির প্রচলন ছিল। তার কারণ এই যে প্রত্যেক দেশের মানব সমাজই আদিম কালে সভ্যতা বিকাশের একই স্তরগুলির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে । স্মরণাতীত কাল থেকেই

Ref- নৃত্যবিষয়ক কর্মশালা, প: ব: সংগীত আকাদেমী - স্বাক্ষর
গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় - ৭/৭/৮৮

উচ্ছ্বসিত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে আসছে অঙ্গ সঞ্চালনে, সুতরাং যে নৃত্যের উৎস অনাদি-অতীতে এই ছিল তাকে দেশ কাল বা কোন ব্যাকরণ দিয়ে আবদ্ধ করা যাবে না। দেখা যায় যে বহু রূপবান ও বিচিত্র নাচের ছন্দ জন্ম নিয়েছে সংস্কৃতির নাটকীয় ও সামাজিক আকর্ষণ থেকে।

নৃত্যের সঙ্গে আদিম মানুষের যাদু ও টোটেম বিশ্বাসের সঙ্গে এবং জীবিকা নির্বাহ তথা খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে নৃত্য কিভাবে যুক্ত ছিল সে কথা আলোচনা করার আগে যাদুবিশ্বাস বা টোটেম বিশ্বাস বলতে কি বোঝায় তার আলোচনার প্রয়োজন। আদিম মানুষ নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকৃতির বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর ও প্রাণী সমূহের মধ্যে শুভ ও অশুভবোধের পরিচয় পায় এবং শুভকে দয়ালু ও অশুভকে নির্দয় রূপে চিহ্নিত করে। এই নির্দয় শক্তি মানুষকে ধ্বংস করার জন্য আবির্ভূত হয়েছে বলে আদিম মানুষের ধারণা ছিল তাই এদের দৈত্য, ভূত, পিশাচ ও শয়তান হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল। সুতরাং তারা এদের ভয় করতো। প্রকৃতির শক্তির কাছে অসহায় আদিম মানুষের মধ্যে অশুভশক্তি সম্পর্কে এই ভাবেই ভয়ের যৌক্তিকতা দেখা দেয় এবং আত্মরক্ষার্থে অবশ্যম্ভাবীভাবে এই ভয়কে দূর করাও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। তাই অলৌকিক উপায়ের মাধ্যমে শুভ শক্তির করুণা লাভের চেষ্টা এবং বিভিন্ন অশুভ শক্তিকে নিজেদের কাছ থেকে দূরে রাখার প্রয়াস মানুষ চালাত। এজন্য তারা মন্ত্রতন্ত্রের আশ্রয় নিত এবং তার প্রয়োগ করতো বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে। এইগুলিই হলো যাদু অর্থাৎ অলৌকিক ক্রিয়া।

আদিমযুগে মানুষের আপন শরীরের বিশেষ কোন অঙ্গের সঙ্গে কোন প্রাণী বা প্রাকৃতিক কোন বস্তুর বিশেষ কোন অংশের হুবহু সাদৃশ্য লক্ষ করে তৎকালীন কোন কোন গোষ্ঠী মনে করত যে মানুষের আত্মা দেহত্যাগের পর এবং

পুনর্জন্ম গ্রহণ করার মধ্যেকার সময়টুকুতে সাদৃশ্যযুক্ত ঐ বিশেষ প্রাণী বা বস্তুতে অধিষ্ঠান করে । কিছুকাল পরে আবার যে বংশের মানুষ ছিল সেখানেই পুনর্জীবন লাভ করে । এ জাতীয় কোন মানুষের অর্থাৎ যার শরীরের বিশেষ কোন অংশের সঙ্গে কোন প্রাকৃতিক বস্তু অথবা কোন প্রাণীর বিশেষ অংশের মিল আছে, বংশধরেরা ঐ বস্তু বা প্রাণীকে নিজ বংশের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করতো এবং ওই প্রতীকের নামানুসারে তার স্বীয় বংশের নামকরণ করত । এটাই টোটেমিজম ; টোটেমকে আদিম মানুষেরা প্রশান্ত শ্রদ্ধার সাথে দেখতো এবং পূজো করতো । কোন প্রাণী টোটেম হিসাবে ঘোষিত হলে সেই প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ হতো । যেমন ব্রাজিলের বারোরো গোষ্ঠীর টোটেম নাম ম্যাকাও , নিগ্রোদের কালো শকুন , মবোনদের ভালুক ইত্যাদি ।

অজ্ঞতা, ভয় আর বিস্ময় থেকে আদিম মানুষ প্রাকৃতিক এবং অজ্ঞাত শক্তিগুলিকে যথাক্রমে ভাগ্যবিধাতা বা দেবতা এবং শয়তান বলে মনে করতো এবং তাদের রোষবহ্নি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাদের সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করতো । বর্তমানেও অনেক আদিবাসীদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । এই সমস্ত অনিয়ন্ত্রিত শক্তিগুলিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তারা যে যাদুবিদ্যার আশ্রয় নিত তার নিয়মকানুন, রীতিনীতি ও সংযমের মাধ্যমে তৎকালীন মানুষের দৈহিক নিপুণতা এবং মানসিক শক্তির বৃদ্ধি হতো এবং সেই কারণেই তারা যাদু সংক্রান্ত নৃত্যের মাধ্যমে আত্মার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াসী ছিল । যাদু নৃত্যের মাধ্যমে আদিম মানুষ যে শারীরিক নিপুণতা বা মানসিক শক্তি অর্জন করত তা তাদের মৃগয়ায় কিংবা যুদ্ধে অথবা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সাহায্য করত । সেই কারণেই আদিম মানব সমাজে নৃত্য, গীত, নাট্যকলা গড়ে উঠেছিল যাদুবিদ্যাকে কেন্দ্র করে এবং তৎকালীন সমাজে নৃত্য, গীত,- নাট্যচর্চা জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল । আদিমযুগে মানুষের নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের জীবিকা-

নির্বাহের মধ্যে নৃত্যচর্চা অতি আবশ্যক ছিল। যেমন আদিম মানুষ বৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত না, তারা বৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করতে অথবা বৃষ্টি আনয়নের চেষ্টা করতো নৃত্যের মাধ্যমে। তারা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বৃষ্টিপাতকে অনুকরণ করে নাচত। মানুষের যাদুবিশ্বাস সংক্রান্ত নৃত্যের চেহারা ছিল এই রকমই, এবং এই যাদুবিশ্বাস তথা যাদুনৃত্য আবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে খাদ্যোৎপাদনের সাথে যুক্ত ছিল। আদিম যুগের উৎসবানুষ্ঠানের তিনটি অংশ ছিল। ক) রূপসজ্জা, (খ) কথা ও সুর (গ) নৃত্য। আদিম সমাজে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হত তাদের চরিত্রানুযায়ী সময়ে। তৎকালীন সমাজের অনুষ্ঠানাদির প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় –

(ক) বিশুদ্ধ ধর্মীয়
(খ) ঐন্দ্রজালিক অর্থাৎ যাদুমূলক এবং
(গ) লৌকিক অনুষ্ঠান।

পুরোহিত ধর্মীয় সিদ্ধপুরুষ ও মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক এবং সাধারণ লোক লৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করত। আদিম লোকসমাজে নৃত্য শুধুমাত্র আনন্দ বিতরণের উপকরণ হিসাবে গৃহীত হত না। ঐ সময়ে নৃত্য উপাসনার অংশ হিসাবেই বিবেচিত হত। সকলে পংক্তিবদ্ধ হয়ে কখনো বৃত্তাকারে, কখনো বা অনুপস্থাং ও ঊর্ধ্বনিম্ন গতিভঙ্গিমায় নৃত্য উপাসনার সময়ে পরিবেশন করত। ভূত অদ্ভুত অলৌকিক শক্তিকে রূপারোপে আদিম মানুষ তার পরিবেশের দৃশ্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাত। সুতরাং মানুষ পরিচিত অথচ শক্তিশালী পশু পাখীর পৃথক অথবা মিশ্ররূপের মধ্যে অলৌকিক দেবদেবী, ভূতপ্রেত প্রভৃতিতে রূপায়িত করার চেষ্টা করত এবং এই সব কল্পিত মূর্তির আচার ব্যবহার সম্পর্কে যে ধারণার প্রচলন ছিল সেই সব ধারণাকেই নৃত্যে অনুকৃত করবার চেষ্টা করত।

আদিম সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী নানারকম টোটেম গ্রহণ করত এবং টোটেম উৎসবেও নৃত্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল। অতিলৌকিক শক্তির বাহ্যিক চালচলন ও অঙ্গভঙ্গির নিখুঁত অনুকরণের সুবিধার জন্য নৃত্যশিল্পীরা অদৃশ্য শক্তির রূপসজ্জা গ্রহণে মুখোশ ব্যবহার করত। এই রীতি থেকেই মুখোশ নৃত্যের প্রচলন হয়। অতএব এটা দেখা গেল পুরাকালেই মানুষ নাচত, পুরানো মিশরীয় দেওয়াল চিত্রে দেখা যায় ধর্মাচরণে, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে ও মনোরঞ্জনের জন্য নর্তকীরা নাচছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে ডেভিড ঈশ্বরের সামনে নাচের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং মন্দিরের মধ্যে নৃত্যের মাধ্যমে বসন্ত আবাহন করা হচ্ছে। হোমার প্রাচীন গ্রীসে নৃত্যের কথা বলেছেন, তার ইলিয়াড ও ওডিসি মহাকাব্যে। আদিম যুগে নৃত্য সামাজিক ভাবে পরস্পর বা বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির একাত্মতা গড়ার কাজ করত এবং তাদের জীবনে রুক্ষতা কমা করতো। তারা অনুকরণ করে দেখাতো শিকারদৃশ্য, নবান্ন উৎসব, যুদ্ধবৃত্তান্ত, বিবাহদৃশ্য, পশুজানোয়ারের দৃশ্য বর্ণনা, বৃষ্টি আসার দৃশ্য অথবা সূর্য ওঠার দৃশ্য এসবকিছুই তারা অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে প্রকাশ করতো। এখনও এর উদাহরণ দেখা যায় উত্তর আমেরিকার অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের ধানকাটা ও বর্ষানৃত্যের মধ্যে, ভারতবর্ষের নবান্ন নৃত্যের ভেতরে, দক্ষিণ আমেরিকার জুলু সম্প্রদায়ের বিবাহনৃত্যের মধ্যে এবং বর্ণিওদের মুণ্ডুশিকারীদের যুদ্ধজয়ের নৃত্যের মধ্যে।

বিভিন্ন গুণীন বা ওঝাদের নাচ বা যাদু ছিল অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে দেবতা বা অপদেবতার কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা করা। এগুলি তারা করতো বিভিন্ন মূর্তি বা টোটেমের সামনে। হাইতির ভুডু নাচের সঙ্গে একরূপভাবেই জড়িয়ে থাকে পাথর, পশু, পাখী এসবের উপাসনা ও বলিদান। বৃটেনের মেপল্ নাচ আগে হতো একটি জীবন্ত গাছের চারপাশ ঘিরে, যে গাছটি ছিল তাদের ধর্মীয় চিহ্ন।

আদিম যুগে নৃত্য ছিল সামাজিক জীবনের অর্থ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের উপায়। মানবজীবনের প্রতিটি অধ্যায় - জন্ম, নামকরণ, বিবাহ, মৃত্যু এবং মৃত্যু এই সমস্ত কিছুই সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের সাথে এবং একই সঙ্গে নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত। পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করতেও নৃত্যের ব্যবহার আমরা দেখি। পলিনেশিয়ায় এই ধরণের নাচ ছিল, তারা শরীর এবং হাতের সাহায্যে অভিনয় প্রদর্শন করত।

খ্রীষ্টধর্মের প্রচলনের আগে পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জায়গাতেই ধর্মীয় অর্ঘ হিসাবে নৃত্যের ব্যবহার ছিল। গ্রীক উৎসব ডিওন্যুসুস (Dionysus) এ ফুলের দেবী ফ্লোরার সামনে নৃত্য প্রদর্শন করতো রোমান উপাসকরা। রোম সম্রাটের অভিষেকের দিন নৃত্যানুষ্ঠান হতো গীর্জার ভিতরে। ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম প্রচলনের ফলে ধর্ম ও নৃত্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নৃত্য বিধর্মাচরণ বলে গণ্য হয়। নৃত্য সমাজে থেকে যায় কিন্তু হারিয়ে যায় তার ধর্মীয় মূল্য। উদাহরণ স্বরূপ মোপেন নাচ। ধানকাটার নাচ। একটি পরিবর্তিত হয়ে গেল কৃষক নৃত্যে এবং মোপেন বিবাহ উৎসবের নাচটি পরিবর্তিত হয়ে হলো ভোজসভার নাচ। অর্থাৎ বিভিন্ন আচার ভিত্তিক নৃত্য পরিবর্তিত হল নিরপেক্ষতায়। এবং প্রাচ্যের বিশেষত্ব ভারতীয় নৃত্যের ধারাটি বেঁচে রইল ভিন্ন নামে ও পরিবর্তিত রূপে।

অতএব উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে বর্তমান সমাজের মত আদিম সমাজে নৃত্য আনন্দদানের অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হতো না। তৎকালীন সমাজে নৃত্য ছিল জীবিকা নির্বাহের উপায়গুলির অন্তর্ভুক্ত। যাদু বিশ্বাস ও টোটেম বিশ্বাসমূলক নৃত্যের সাহায্যে আদিম মানব আপন নিয়ন্ত্রনের বাইরের শক্তিগুলিকে বশে আনার চেষ্টা করত। অতএব নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের আদিম অবস্থাতেই।